দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 07 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

34

জাতীয় স্বার্থে বিএ পাস কোর্সে ৩০০ নম্বরের আইন বিজ্ঞান সিলেবাসভুক্ত করতে হবে-

মহবুব উল হক জোয়ার্দার

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব মহবুব-উল হক জোয়ার্দার দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার ক্যাম্পাস পাতার সাথে দেয়া এক সাক্ষাতকারে বলেন, জাতির বৃহত্তর স্বার্থে বিএ পাস কোর্সে (৩০০) তিনশ' নম্বরের (৩ পত্রের) একটি পূর্ণাঙ্গ আইন সাবজেক্ট অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

তিনি বলেন, আমাদের দেশে ভার্সিটি পর্যায়ে এবং কলেজ পর্যায়ে আইন শিক্ষার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। অথচ কলেজ ও ভার্সিটিতে আইন শিক্ষার সুযোগ আরও বেশি উন্মুক্ত থাকা প্রয়োজন।

জনাব জোয়ার্দার বলেন, আমাদের দেশের মাত্র ৩টি ভার্সিটিতে অনার্স ও মাষ্টার্স পর্যায়ে সীমিত সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর আইন শিক্ষার সুযোগ রয়েছে।

তিনি উল্লেখ করেন ঢাকা, চিটাগাং, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলোতে ডিগ্রী পর্যায়ে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, দর্শন যুক্তিবিদ্যা, আরবী, উর্দু, ইসলামী শিক্ষা, ফার্সী, ইসলামের ইতিহাস, অর্থনীতি ইত্যাদি অন্যান্য বিষয় পড়ার সুযোগ থাকলেও ডিগ্রী পর্যায়ে আইনের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত নেই। যার জন্য ডিগ্রী পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও একটি বাধ্যতামূলক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারছে না। অথচ বিষয়টি সিলেবাসভুক্ত থাকলে মোট শিক্ষার্থীর অধিকাংশেরই প্রথম নির্বাচন থাকত এ বিষয়টি।

কারণ বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, অনার্স পর্যায়ে ভর্তির জন্য সবচে' বেশি আবেদন জমা পড়ে এ ডিপার্টমেন্টে অথবা ছাত্রছাত্রীদের প্রথম চয়েজ থাকে এ বিষয়টি। ইংরেজী, অর্থনীতি ইত্যাদি সাবজেক্টে ভর্তি হয়েছে এমন অনেক ছাত্রছাত্রী ডিপার্টমেন্ট চেঞ্জ করে আইন পড়ার জন্য আসতে চায়।

অন্যান্য সাবজেক্টে অনার্স মাত্র ৩ বছরের কোর্স। আইনে অনার্স ৪ বছর।

তিনি বলেন, জেলা পর্যায়ে ল কলেজ থাকলেও ডিগ্রী পাস করার পর কম সংখ্যক শিক্ষার্থীই সেখানে আইন পড়তে যান। যারা পড়তে যান তাদের অধিকাংশই হয়তো কোন শ্রেণী পেশাজীবী। তাছাড়া ল কলেজগুলোতে পর্যাপ্ত পুস্তকের অভাব ও শিক্ষা সঙ্কট প্রকট।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, জেলা পর্যায়ের এ সমস্ত ল কলেজ জাতির বৃহত্তর স্বার্থে কমপক্ষে বেসরকারী কলেজের মর্যাদা দিয়ে পুনর্গঠন করা দরকার।

বিএ পাস কোর্সে আইন বিজ্ঞান সিলেবাসভুক্ত করলে জাতির একটি বৃহত্তর শিক্ষিত অংশ আইন সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হতে পারবে এবং তা পরবর্তীতে এলএলবি পাস কোর্সে ভর্তি হতে উৎসাহ যোগাবে।

তিনি বলেন, অশিক্ষার জন্য আমাদের দেশে আইনের চর্চা একেবারে কম। আমরা সবাই আইনের ভেতরে কেউই আইনের উর্ধে নয়।

একজন লোক কোন অপরাধ করলে সে এই বলে মুক্তি পেতে পারবে না যে, আইনটি তার জানা ছিল না। তাকে আইনের নির্ধারিত শাস্তি পেতেই হবে। অথচ বাস্তব সত্য হচ্ছে হয়তো প্রকৃত পক্ষেই ব্যক্তিটির ঐ আইন জানা ছিল না। এমনকি অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষ্য করা যায়। তাই ডিগ্রী পর্যায় থেকে এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

এতে করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন উচ্চতর ডিগ্রীপ্রাপ্তদের কলেজ পর্যায়ে কর্মসংস্থানের একটি সুযোগ সৃষ্টি হবে।

তিনি বলেন, সদ্য প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে এ কাজটি সম্পন্ন করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে।